68

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ৭

ছাত্র ভর্তিতে আসন ভাগাভাগি

ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপ এখন জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা–সমালোচনার বিষয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় লালিত এসব ছাত্র সংগঠন শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার চেয়ে শিক্ষা–বহির্ভূত বিষয়ে ব্যস্ত থাকে। বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন কাজে 'বখরা' বসানো ছাত্র সংগঠনগুলোর রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে কখনো কখনো আশ্চর্য সমঝোতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার 'বখরা' নিয়ে বিরোধ হলে সংঘাত–সংঘর্ষের ঘটনা ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। এসব ক্ষেত্রে আদর্শের বালাই নেই। ভাগাভাগিই বড় কথা।

ভিন্ন ধরনের ভাগাভাগির ঘটনা ঘটেছে রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ১১০টি অতিরিক্ত আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে ৮টি ছাত্র সংগঠন। ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত চাপ থাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১৪টি বিভাগে ১১০টি আসন বাড়ানো হয়। কিন্তু ভর্তির নোটিশ দেয়ার পরপরই উপরোক্ত ছাত্র সংগঠনের নেতারা বসে আসনগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয় এবং তাদের তালিকা অনুযায়ী কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভর্তি করানোর দাবি জানায়। আসন ভাগাভাগির হারটা হলো নিম্নরূপ ঃ ছাত্রলীগ ২৯টি, ছাত্রদল ২৬টি, ছাত্র শিবির ২৫টি, ছাত্র ইউনিয়ন ৮টি, জাসদ ছাত্রলীগ ৮টি, ছাত্রফ্রন্ট ৫টি, বাসদ ছাত্রলীগ ১টি। ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের তালিকার বাইরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে না বলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। এ অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, যদিও ৩১শে জুলাই ছিল ভর্তির শেষ তারিখ। এ অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির মেয়াদ বাড়াবেন কিনা সেটা তাদের ব্যাপার। না বাড়ালে ১১০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন হলো, ছাত্রনেতা ও সংগঠনগুলোর কাজ কি কোন্ বিভাগে কাকে ভর্তি করা হবে তা ঠিক করে দেয়া? সে জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আছেন, ভর্তি কমিটি আছে। তাহলে ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এ অনধিকার চর্চা করছে কেন? কলেজ কর্তৃপক্ষই–বা কেন তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন? ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রশ্ন এলেই একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতা গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হলো বলে হৈচৈ শুরু করেন। কিন্তু কোন কলেজে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলো যখন আসন ভাগাভাগি করে তখন কি তাকে ছাত্র রাজনীতি বলে সাফাই গাওয়া যাবে? রাজনীতির ক্ষেত্রে এসব ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আদর্শিক মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কেউ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েছেন, কেউ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরছেন আবার কেউ সমাজতন্ত্র কিংবা ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে জাতশত্রু বলে মনে করলেও আসন ভাগাভাগির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন বিরোধনেই।

এ ধরনের ঘটনা কেবল কারমাইকেল কলেজে নয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষার জন্য ছাত্র ভর্তিসহ নানা ব্যাপারে সংগঠনগুলোর মধ্যে অলিখিত সমঝোতা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংগঠনের নামে এ ধরনের কর্মকান্ড কেবল নিন্দনীয় নয়, অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারমাইকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্র সংগঠনগুলোর দেয়া তথাকথিত তালিকা ছুড়ে ফেলে মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ১১০টি আসন পূরণ করা। ছাত্র সংগঠনগুলোর অন্যায় আবদারের কাছে তারা নতি স্বীকার করবেন না বলেই আমাদের আশা।